জেগে আছি

ডা. তপন কুমার বিশ্বাস

জেগে আছি

ডা. তপন কুমার বিশ্বাস

তুহিনা
প্রকাশনী

JEGE ACCHI
A Collection of Bengali Poems
By Dr. Tapan Kumar Biswas
© গ্রন্থসত্ত্ব ঃ ডাঃ দীপালী বিশ্বাস, ৯৮৩০১৭৫৫৪৯

প্রকাশক
গীতিকা মাইতি
তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল ঃ tuhinaprakashanikol@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে বৈশাখ, ১৪২৫ (২০১৮)

প্রচ্ছদ ঃ ডা. তপন কুমার বিশ্বাস

অক্ষরবিন্যাস এবং মুদ্রক
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং, ২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬,
ফোন ঃ ০৩৩-২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল ঃ mahamayapress@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ফোন ঃ ৯১২৩৮৩৯২৬৭

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

উৎসর্গ

শ্রী মুকুল বান্ধব বিশ্বাস ও শ্রী অরবিন্দ মল্লিক
যাঁদের কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি
যাঁরা আমাকে বড় হতে সাহায্য করেছেন।
উৎসাহ ও সাহস দিয়েছেন জীবন চলার পথে।

প্রারম্ভ

'জেগে আছি' ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস-এর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফিরে আসা' সকল পাঠকের মনে রেখা পাত করেছে গভীর ভাবে। তার কবিতার প্রতি সকলের এই আগ্রহ তাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ রচনায়। এখানে তিনি কবিতায় বিধৃত করেছেন মানুষের কথা মানুষের হয়ে। মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা প্রেম অনুভূতির নিবীড় পর্যবেক্ষণ তাকে এ কবিতা গ্রন্থ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

তার এবাবের লেখা 'জেগে আছি' প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফিরে আসা'র মতোই সকলের কাছে চির নতুন হয়ে থাকবে আশা রাখি।

সফল চিকিৎসক রূপে মানুষের কাছে যেমন আদৃত হয়েছেন, চিকিৎসক সংগঠক রূপেও তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বারাসাত পৌরসভার পৌরপ্রধান পারিষদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতির দায়িত্বে আছেন। তার এই দায়িত্ব পালন ও কঠিন ব্যস্ততার মধ্যেও তার কাব্য চর্চা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

আশা করছি 'জেগে আছি' কবিতা গ্রন্থও সকলের ভাল লাগবে।

ডাঃ দীপালী বিশ্বাস
সরোজ পার্ক, বারাসাত
কোলকাতা - ৭০০১২৪
মোঃ - ৯৮৩০১৭৫৫৪৯

সূচিপত্র

জেগে আছি ৯ ❑ পাহাড়ের সুখ ১০ ❑ ব্যালান্স শীট ১১ ❑ ঋতু ও তুমি ১২ ❑ সাধের সাধ্য ১৩ ❑ কঠিন মানুষের কাব্য ১৪ ❑ মর্ত্যের উঠোন ১৫ ❑ দুই অতিথি ১৬ ❑ বিশ্বাসের বাতিস্তম্ভ ১৭ ❑ পড়ন্ত বিকেলে ১৮ ❑ সাইলেন্স মোডে ১৯ ❑ সংসার সীমান্তে ২০ ❑ ইচ্ছে হলেই ২১ ❑ মার্জনা ২২ ❑ বৈশাখে রোদ্দুর ২৩ ❑ মধ্যরাতে চাঞ্চল্য ২৪ ❑ লাল কালির আঁচড় ২৫ ❑ গরম চপ ২৬ ❑ সভ্যতার শতাব্দীতে ২৭ ❑ একা ২৮ ❑ পরিব্রাজক ২৯ ❑ ব্যস্ত শবযান ৩০ ❑ অশ্লীল ৩১ ❑ মোহর কথা ৩২ ❑ ধুলিকণা ৩৩ ❑ এমন হতো ৩৪ ❑ সূর্যোদয়ের শিশু ৩৫ ❑ সমান্তরাল ৩৬ ❑ সঙ্গী ৩৭ ❑ স্বপ্ন ছিল নীল ৩৮ ❑ অভিমানে ৩৯ ❑ অমৃতা ৪০ ❑ তপ্ত দুপুরে ৪১ ❑ স্মার্টফোন ৪২ ❑ ভালো থাকা ৪৩ ❑ স্বপ্ন বিভোর ৪৪ ❑ সহযাত্রা ৪৫ ❑ খরস্রোতা সিঁড়িতে ৪৬ ❑ কিছুক্ষণ ৪৭ ❑ এই সে হেমন্ত ৪৮ ❑ জানালা ৪৯ ❑ দুপুরে শস্য সৃষ্টি ৫০ ❑ প্রত্যাশার বসন্তে ৫১ ❑ স্বার্থপর শুকতারা ৫২ ❑ হুঁশিয়ার ৫৩ ❑ মায়ের ঘর ৫৪ ❑ আকাশ আলো ঝর্ণা ৫৫ ❑ রোববারে পপকর্ণ ৫৬ ❑ সঞ্জীবনী ৫৭ ❑ বন্ধনে ৫৮ ❑ অপেক্ষায় ৫৯ ❑ নভেম্বরে বৃষ্টি ৬০ ❑ লুকোচুরি ৬১ ❑ কুয়াশার সৌন্দর্য ৬২ ❑ অস্থির চিত্তে ৬৩ ❑ পিনাসা ৬৪ ❑ বৈশাখে বৈশাখী ৬৫ ❑ ছোট্ট খোকা ৬৬ ❑ এ কোন বসন্তে ৬৭ ❑ মুগ্ধ সকাল ৬৮ ❑ পুরোনো বাঁশীতে সুর ৬৯ ❑ না ৭০ ❑ মুখে হাসি ৭১ ❑ কলম কথা ৭২ ❑ দৃষ্টি দাও প্রাণে ৭৩ ❑ খবর দিও ৭৪ ❑ ঈশ্বর ৭৫ ❑ প্রবাসীর আগমনী ৭৬ ❑ পাপ ৭৬ ❑ বিবর্তনের ছায়াসঙ্গী ৭৭ ❑ মনোজ দ্বন্দ্ব ৭৮ ❑ হঠাৎ বৃষ্টি ৭৯ ❑ নীরব সমুদ্র ৭৯ ❑ চৈত্রের উপেক্ষা ৮০

জেগে আছি

সবাই ঘুমিয়ে, আমি জেগে আছি
নিশ্চিত রাত জাগা আমার
দূরে গীর্জায় ঘন্টাধ্বনি, ঢং ঢং- ঢং ঢং
আমার বুকে বাজে
যেন তুমি বলছ, ঘুমিয়ে পড়। শরীর খারাপ করবে।
জোনাকিরা ওড়ে ঘুমিয়ে থাকা গাছেদের ডালে ডালে
ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দের ভেলায়।
ভেসে ওঠে তোমার মুখ, রাত গভীর হয়
জেগে থাকি আমি স্বপ্ন দেখব বলে
তোমার মুখের ছবি খানি।
ঘুম নেই
তোমার সেই চেনা মুখ আমার চোখের পাতায়
অনুপ্রেরণা হয়ে প্রতিদিনের আদর্শ ধারাপাতে।

তুমি অনেক দূরে
অথচ কি ভীষণ কাছে তুমি
রাতের ধ্রুবতারা আকাশ থেকে
জেগে থাকা লক্ষীপেঁচাকে যেমন শোনায়
-ভীষণ কাছে আমি।
আমিও তোমাকে শুনতে পাই
-ভীষণ কাছে তোমার
- খোকা, চেয়ে দেখ। অষ্টপ্রহর তোমার সঙ্গে আছি।

আমি কথা রাখতে পারিনি, বাবা।
শেষ নিঃশ্বাসের সময় তোমার পাশে থাকব।
- কথা রাখতে পারিনি।

পাহাড়ের সুখ

সুখ দেখতে গোলাপি না লাল?
কালো না সাদা?
ছোট্ট না বড়?
হাত বাড়ালে ধরা যায়?
গন্ধ আছে? প্রজাপতি? নাচতে পারে?
পাগল করা? খুবই সুখের- রসের ধারা?

দীপা বলল
পাহাড়ে যাব সুখ দেখতে
ওখানে ওদের অনেক সুখ- মুঠো মুঠো সুখ।
ওরাই নাকি সত্যি সুখী
ওদের মনে নানা সুখ নানা রঙের।
নাচে ওরা মনের সুখে
ছৌ নাচ-মাদল বাজে! দেখ নি?

আমি বললাম, সুখ তো মনে।
ছৌ নাচে যত সুখ?
পেট জ্বললে মনটাও জ্বলে
ওদের পেটে ক্ষিদে নেই? রোগ নেই?
অভিমান, রাগ? তাও নেই?
বঞ্চনায় ক্ষোভ নেই? না পেলে দুঃখ নেই?
চুপ করে থাকে দীপা দুঃখ চেপে ঠোঁট ফুলিয়ে।
বলে, পাহাড়ে একটু সুখ দেখতে যাব না?

ব্যালান্স শীট

শেষ বিকেলে হাতে হাতে ব্যালান্স শীট
গুহা মুখে একে একে
প্রহরী নেই থম থমে সব নিশ্চুপ
খাতা নিয়ে মহারাজা সিংহাসনে।

সারা পথে আঁকিবুকি যা কিছু
হিসাব খাতায় যা ছিল
ছড়িয়ে দিলাম
জনারণ্যে সর্বত্র।
ক্যালকুলেটরে বোতাম টিপে
শেষ অঙ্ক শুন্য লিখে
যোগ বিয়োগে মিলিয়ে নিলাম
যাওয়ার আগে।

না মেলালে রেহাই নেই
বিচারালয় পাতাই আছে
এ ভুবনের পথে প্রান্তে সবখানে।

সেদিন যখন উঠবে ঝড় মহাপ্রলয়
আকাশ চিরে উঠবে একটা কালো মেঘ
কাঠগড়াতে সবাই একা জর্জরিত প্রশ্নবাণে
সাক্ষ্য দেবেন বিচার দেবেন তিনিও একা
জারি জুরি চলবে না।

ঋতু ও তুমি

বলেছিলে, ছয় ঋতুতে ছয়টি কবিতা শোনাব তোমায়।
শোনালে না একটিও।
সময় গেল চাতক পিপাসায়
তোমার কণ্ঠে কবিতার আশায়।
বললে, ঋতুরা আসেনি ঠিক সময়ে
ওরা কথা রাখে নি।
ডেকেছিলে ওদের আদর দিয়ে দরদ মাখা অন্তরে?

নন্দিনী, তুমি জানোই না
ঋতুরা কি অভিমানী
মেঘের আড়ালে জোৎস্নার মত।
তোমারই মত
মুখ দেখিয়ে উকি দিয়েই ফাঁকি দেয়।
জোৎস্নাও সে মুখ লুকায়।
ডাকো হৃদয় ছুঁয়ে
সব ঋতুই আসবে আবার তোমার কাছে।

তেমন করে না ডাকলে
অমাবস্যায় মুখ ঢেকে
চলে গেছ তুমিও কত
চলে গেল ছয়টি ঋতু কবিতা ছাড়াই অনাদরে
তুমিও গেলে গ্রীবা তুলে আবৃতি ছাড়াই অজুহাতে।

সাধের সাধ্য

জন্ম থেকেই
পথ চলছি একা একা
কম্পাস কাঁটায় চোখ রেখে
সূর্য ওঠার ভোরবেলায়।
সব অচেনা সব অজানা জীবন ভর
সঙ্গী ছাড়া সর্বদাই
ছুটছি সবাই মরূদ্যানের সন্ধানে
ভালবাসার বন্ধনে।

পথ ছাড়িনি, হাল ছাড়িনি
ঝড় ঝঞ্ঝা যতই আসুক।
চলতে চলতে জুটল যারা
পায়ে পায়ে পা মেলাল কেউ বা কখন
হোঁচট খেল পিছলে গেল
অন্য দিকে পা বাড়ালো
চুপিসারে আনমনে।

নতুন বন্ধু কেউ বা আবার
হাত ধরতে হাত বাড়ালো
কোন হাতে কিসের ধন্ধ
সুগন্ধ না সন্দেহ
জানতে বুঝতে সময় গেল।
গোলাপ নাকি শুধুই কাঁটা।

ভালো মন্দের যোগ বিয়োগটা
মেলে না মিলবেও না।
জীবনটাতে কোথাও ফাঁকি
অন্ধকারে অলি গলি
ঘুরে দাড়ানো, ফিরে তাকানো
অভ্যাসটা রপ্ত হলো অবশেষে।
পথ চলেছি হার মানিনি কোনোদিন।

নির্দেশ এল
ফিরতে হবে একা একা
পোষাক আসাক বসন ভূষণ সব খুলে
সব ফেলে।
সাধ জাগে যে, আর কটা দিন
গন্ধ বাতাস নেব না!
সাধের কি আর সাধ্য আছে
ফাঁকি দিয়ে জাগিয়ে রাখা?

কঠিন মানুষের কাব্য

নিঃশঙ্কোচে তোমাকেই বলতে পারি
সব কথা, সব।
সৌখিন টেবিলে সোনালি কলমদানির পাশে
অতি যত্নে ঘরের কোনে
একটিই ফুলদানি আমার।
সব রঙ, আকাশের সব কটা রঙধনু
সব গন্ধ, সব হঠাৎ বৃষ্টি
অনুভূতি, সব গন্ধরাজ স্মৃতি
ইচ্ছেগুলো আমার
সাজিয়ে রাখি ফুলদানিতে।
আমার লাইব্রেরীতে
কাবিতার বই
উৎসবের পেপার কাটিং, ভ্রমন কাহিনী
প্রেমের চিঠির বান্ডিল
আমন্ত্রণের রঙিন কার্ড
কলহের মেঘলা পাণ্ডুলিপি
বারান্দায় নিরালায় দু'কাপ কফি
রাতের আঁধারে টুপ টাপ ঝরে পড়া
মাটি ছোঁয়া শিউলি ফুল
সেলফে সেলফে ভরা আমার সমুদ্রের ঢেউয়েরা।
আমার প্রিয় লাইব্রেরী এবং সাধের ফুলদানি।

—তুমিই, হ্যাঁ তুমিই।
—আমার প্রতিদিনের আরাধনার নদী।
তোমরা শতদল পরশ বুলিয়ে ভুলিয়ে দাও
তোমার ছায়া স্পর্শ করলেই
তোমাকে পাই
যেন আমি জাদুকর এক।
তবুও তুমি বল, আমি নাকি কঠিন মানুষ।
আমাকে বোঝা দায়।

মর্ত্যের উঠোন

এত দ্বিধা জমে ছিল
মনটাও জানে না
দীর্ঘশ্বাসও বুকটা শূন্য করতে পারে নি
আগোছালো প্রহরী হেসে উচ্ছন্নে দেয়
প্রতিজ্ঞা সমেত কষ্টের ঝাড়লণ্ঠন।

ইচ্ছেগুলো মরে গেল সে-দিন
যখন দেখলাম
হাজার প্রজাপতির রঙীন ডানা
পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
দু'পায়ে মাড়িয়ে চলেছে ওরা
দেখার সময় নেই ওদের।

ক্রমেই সব গুলিয়ে যাচ্ছিল সময়ের ধাক্কায়
বলতে পারছি না
লিখতে পারছি না
অবশ হয়ে আসে হাত ঠোঁট।

ইচ্ছেগুলো সোনার মুকুট পরে পূনর্বার
যখন আমি দেখলাম—
বিরহিণী সন্যাসিনী তপস্বী
মাঝ রাতে মর্ত্যে নেমে এল।
কপালে চোখের পাতায়
উন্মুক্ত পিঠে
বিন্দু বিন্দু কামনার নোনা ঘাম
চিবুকে লাল দাগ
নির্জন আশ্রমের উঠোনে।

দুই অতিথি

সুখ
সুখ সে এক চঞ্চলা প্রজাপতি
খুঁজে বেড়াই ছুটে বেড়াই
আমরা সবাই। ধরা দেয় না, ধরতে যাই।
পেলাম যদি হঠাৎ কোথাও
চেপে ধরি বুকের মাঝে
ছাড়ব না তায় যতই ভাবি
মিলিয়ে যায় সে এক নিমেষেই
স্বপ্ন ভঙ্গ
এই আছে তো এই সে নেই।

দুঃখ
একটা ভারী পাথর দুঃখ সে
নিজেই এসে ঘাপটি মেরে জেঁকে বসে অন্তরে
চুপিসারে অন্তঃপুরে
নোঙর ফেলে মস্তিষ্কের বন্দরে
সইতে হবে হুল ফোঁটানো যন্ত্রণা
বাসা বাঁধে হৃদপিন্ডের কোঠরে
দংশন করে কুরে কুরে।
নির্লজ্জ রবাহুত
যতই তারে এড়িয়ে চলি ধিক্কারে।

বিশ্বাসের বাতিস্তম্ভ

অন্ধ বিশ্বাসে ঠকতে হয়
আমি অন্ধ বিশ্বাসেই থাকতে চাই এখন থেকে।
বিতর্ক ছাড়াই মেনে নেওয়ার ভক্তিতে
মাথা ঠেকিয়েছি সূর্যাস্তের মাটিতে
কালো কাপড় বেঁধেছি দুচোখে।

খাঁটি সোনা পরখ করতে করতে
সীতার আগুন যন্ত্রণায় আর কত দহন!
সাজিয়ে রাখা তাজা ফুল
অপাত্রে কৌলিন্য ভেসে যায় অনাদরে
চকমকির চমকে অবহেলায়।

বিশ্বাসের বাতিস্তম্ভে কত আর মাপজোক!
চোখ বুঁজে সমর্পণ এখন থেকে
কাছে পৌঁছুতে চাই তোমার কোমলের
স্পর্শ পেতে চাই তোমার কঠিনের।

পড়ন্ত বিকেলে

পড়ন্ত বিকেলে বিষাদ!
কপালে দুর্ভাবনার বলিরেখা!
ভয় কিসের সায়হ্নের বাতাসে?
সব সেরা কবিতা সন্ধ্যা বেলার কলমে
সব সেরা উপাখ্যান বেলা শেষের ডায়েরিতে
সব অমর প্রেম দিন শেষে
সাঁঝ বৌয়ের হাতে মাটির প্রদীপে
লক্ষীমায়ের প্রতিরূপ।

অস্তাচলে সূর্য দেখে ভয় কেন?
দিকচক্রবালে সোনারোদে চিক চিক
রূপোর থালায় গনগনে আগুনের মত
জানিয়ে দেয়, আমিই একমাত্র।
জানান দেয় নিজ অহঙ্কারে, আমিই শ্রেষ্ঠ।
চিন্তা কিসের পড়ন্ত বিকেলে?

সাইলেন্স মোডে

সাইলেন্স মোডে মোবাইল
নিঃশব্দে।
তোমায় পাই না আমি।

খুঁজে ফিরি তোমাকে অঞ্জনা।
প্রতিবাদী কবিতা হাতে
মঞ্চে মাইক্রোফোনে।
ধর্ষিতা রমনীর পাশে
বিচারের দাবিতে
কোমর পেঁচানো শাড়ীতে
অদম্য উৎসাহে।
অনাথ আশ্রমে অভুক্ত কিশোর
পরিচর্যায় —তুমি
ওদের মুখে ভাত তুলে দিতে—তুমি।

বৃদ্ধাশ্রমে
পুত্রের অপেক্ষায় বৃদ্ধা জননীর পাশে
কপালে হাত রেখে—তুমি।
বাড়ীতে বলে গেলে
খেয়ে নিও, ফিরতে দেরি হবে।
সাইলেন্স মোডে মোবাইল তোমার।

সংসার সীমান্তে

ছিলাম আমি
ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে তোমার।
এখন তোমার অনেক কিছু
বৈচিত্রে ব্যাপ্তিতে
পরিধিতে আনন্দে।
দুশ্চিন্তার বহর ও নিদান
বাড়ছে সমান্তরাল।

জায়গা ছাড়তে ছাড়তে
একপেশে কোলবালিশের মত
এক কোনে-আছি কি নেই।
অস্তিত্বের সংকটে পরিক্রমণ পথে
এভাবেই কেন্দ্রচ্যুত হতে হতে
সংসারের অপ্রয়োজনীয় রং চটা অলঙ্কার
কক্ষচ্যুত প্রায়
অঞ্জলি শেষে বেলপাতার মত ফেলে দেওয়া।

অলস ঈশ্বরের সময় অঢেল
তাই তার সাথেই সময় কাটে আজকাল।

ইচ্ছে হলেই

ইচ্ছে হলেই জানতে পারতাম
আধবেলা অভুক্ত কেন দিনুর বউ।
মন্ডপের একটি কোনে
মলিন শাড়ি - দিনুর বউ ঠাকুর দেখে
দুপুর বেলা একা - কেউ দেখে না।
ন্যাংটো ছেলে আঁচল ধরে শুকনো মুখে
মায়ের কাছে চেয়েছিলো
ঝুরি ভাঁজা একখানা
চেয়েছিল গুড় মাখানো চিনে বাদাম।
জুটেছে কি জোটেনি
কেউ জানে না।

দিনু আসেনি
দিনুর কোনো ফোন আসেনি
এ পুজোতে।
গেল বছর দুবাই গেছে
রাজ মিস্ত্রির যোগাড়ে।

এত আলোর বিলাসিতা তবু
দুর্গা মায়ের চোখের কোনে জল কেন
শরৎ মেঘের দুঃখ কেন
কেউ বোঝে না। কেউ শোনে না।

মার্জনা

হার মানতে শিখিনি কোনোদিন
শুধু ছুটতে চেয়েছি সমুখে
দুপায়ে মাড়িয়ে সব বাধা
যত অশান্ত ধুলি ঝড়।

ক্ষমা চাইতে পারি না
চিনে নিয়েছি অপরাধীর হাসি
জমা করে রেখেছি ঘৃণা
থরে থরে।

কৃপা গ্রহনে অনীহা আমার বরাবর
তস্কর চেহারায় লুকিয়ে দয়াবান
মুখে ওদের সুক্ষ তুলির টান
চিনে রেখেছি।

অথচ
মার্জনা করি প্রতিবারে
মনুষ্য জন্ম ভুল করার জন্যেই
তাই বুকে টেনে নেই বার বার
শোধরাবে বলে।

বৈশাখে রোদ্দুর

আগুনে পুড়ছে রাস্তা
মাঠ ঘাট গাছপালা
বৈশাখী রোদ্দুরে
কুকুর ছানাটি খালি পেটে খিদে নিয়ে
ইতি উতি ঘুরছে
রাস্তাটা ওর বাড়ি ওর ঘর
বেওয়ারিশ ওর নাম
খুঁজে ফেরে ছুঁড়ে ফেলা উচ্ছিষ্টের।

খালি গায়ে মানুষেরা দুপুরে
রোদের চাবুক পড়ে শরীরে
নেয়ে যায় নোনা ঘামে এখনো।

ওরা আছে
থাকবেই
শিরদাঁড়া সোজা করে
ওরা আছে সবখানে
অনাবৃষ্টি খরাতে বৈশাখে বর্ষায়।

মধ্যরাতে চাঞ্চল্য

অস্থিরতায় চিত্ত যখন
ঘুম আসে না চোখের পাতায়
মধ্যরাতে আলতা পায়ে উলুধ্বনী
অদ্ভুত এক ভালো লাগা
সবার কি এমনি হয়?
কলম হাতে প্রার্থনা—
শরীর ভেজা বৃষ্টি নামুক
উদ্বেগটা ঝিমিয়ে পড়ুক
শ্রান্ত চোখে ঘুম আসুক
উশৃঙ্খল চোরা স্রোত
গুপ্ত পথে প্রবেশ করে
মনের বাগান নষ্ট করে
বিঘ্ন ঘটায় পায়ের মল ঝুমুর ঝুমুর।
চোখের পাতা বোঁজা যায়
ইচ্ছে হলেই।
মনের পাতা বন্ধ করি কি ভাবে!
ঘোমটা তোলা স্বপ্নসুখের স্মৃতিরা
সাধ্য আছে কপাটগুলো বন্ধ রাখার?

ডানা ঝাপটায় ডাহুক পেঁচা
রাত জাগে আর পাহারা দেয়
পৃথিবীটাকে। সাক্ষী থাকে-
কবিতা লেখার ছুতো করে
আমার মত কে কে জেগে!

লাল কালির আঁচড়

ডায়েরির পাতায় লেখা ঠিকানা
অভ্যাসে রপ্ত অনেক দিন
পা ফেলেছে কত মানুষ আঙিনায়
চিনেছি আপন করে কত জনেরে
দেখেছি কেউ পর হয়ে চলে গেছে কত দূরে
আড্ডায় গল্পে
মুগ্ধ হয়েছি
ব্যথিত হয়েছি কখনো
অনেকেরে গেছি ভুলে
ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতিতে জ্বলেনি আলো।

আজ সন্ধ্যায় কি খেয়ালে
লাল কালির আঁচড়ে
ঠিকানা ধরে ধরে কাটা কুটি
এত নাম! এত গুলো ঠিকানা!
ঝাপসা হয়ে আসে ডায়েরির পাতা গুলো
কান পেতে শুনি
বাকি ছিল কত কথা
হলো না বলা।
হবে না বলা আর কোনো দিন।

গরম চপ

অবশেষে তুমি এলে- আমার প্রিয় শীত
আলতো ঠেলে হেমন্তকে বিদায় দিলে
ফাঁক গলিয়ে জাঁকিয়ে বসার কৌশলে
তোমার লুকোচুরির জুড়ি মেলা ভার।

সকাল বেলায় লেপের তলায়
ঠান্ডা ঘুমে।
বেড টি এনে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙানো
চোখ মেলতেই দীপার দেখা হাসি মুখ
ভাঙতে ভাঙতে আড়মোড়া
নীল চাদরের বিছানা।

মোবাইলে কলার টিউন
টাইয়ের নট বাঁধতে গিয়ে-
ঘড়ি কোথায়? রুমাল কোথায়?
নৈমিত্তিক ভালোবাসার অস্থিরতা।

আবার শুরু ব্যস্ততা
ছুটে চলা কোলাহলে

দিন শেষে অবশেষে
ঘরে ফেরা সন্ধ্যাবেলা কলিং বেলে তর্জনী
ক্লান্ত শরীর চনমনে ফের
দীপার হাতের গরম চপে।

সভ্যতার শতাব্দীতে

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত
দেবতারা হাঁটু মুড়ে বসেছিল প্রার্থনায়
উদ্ধার কর-
ফিরিয়ে দাও আমাদের আনন্দ ভূমি।
তস্করের হাতে স্বর্গ
লুণ্ঠিত অলঙ্কার ও আসবাব
অপ্সরাদের সম্ভ্রম
তছনছ
সাজানো বাগিচা।

সাড়া দিয়েছিলেন
ব্রহ্মা সেদিন কাতর অনুনয়ে
দেবতারা ফেরে স্বগৃহে
দয়ার্দ ত্রাতা নারীর হাত ধরে।
বহু যুগ আগের- গত সে কাহিনী।

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী
ইরাক থেকে কেনিয়া
আজ নারীর নাড়ী ছেঁড়া লালসায়
এ কোন পাষন্ড নষ্ট দেবতা কাহিনী!
কন্যার মর্মভেদী চিৎকারে
হে সভ্যতার শতাব্দী,
একটা ক্ষমাহীন প্রলয় ঘটাও।

একা

অনেকক্ষণ ড্রয়িং রুমে বসে আছি
নিরিবিলি একাকী!
সত্যি কি একাকী?
আঁকাবাঁকা লাইন ওদের
একে একে যে পারে ঢুকছে
কিছুক্ষণ থেকে আবার নতুন কেউ
নতুন কিছু উপাদানে
মগজটা ঘাটছে।

চিন্তাগুলো বিনি সুতোর বকুল মালা
তখন সেখানে, এখন এখানে
যখন যেখানে যেমন খুশী
চিন্তা কি আর ছন্দ মানে?
উদ্ভট সব কবিতা
মাথা আছে তো মুন্ডু নেই
লেখক ছাড়া কেউ জানে না।
একাকীত্ব আজব এক ভেসে থাকা
এলোমেলো নিয়মছাড়া শরৎ মেঘ
ফাঁকা ঘরে নিঃস্ব একা।

পরিব্রাজক

সপ্তকান্ড রামায়ন শেষ হল
সীতা বনবাসে একুশ শতকেও
চোখের জলে ভেসে যায় তবু
উদ্ধার নিষ্কন্টক হল না
সতীত্ব অগ্নি পরীক্ষায় প্রতিদিন
রাস্তায়, মেট্রোতে, অফিসে
সিঁড়িতে বাড়িতে বিছানায়।

আশি মন তেলও পুড়ল না
রাধাও নাচল না
ঘুঙুর ছিল দু পায়ের গোড়ালিতে
শক্ত বাঁধনে রক্ত ঝরে রাঙা পায়ে
বস্ত্র হরণে রোমহর্ষক বিপনন
জানান দেয় সহনশীলা নারী মহিমা।

আমি খুঁজব
পরিব্রাজক হয়ে বার বার
হারি কারি ফেরিওয়ালার বেশে
তোমাদের সন্ধানে যাব
তোমরা থাকো যেখানে যে দেশে
—সীতা বা রাধার বেশে।

ব্যস্ত শবযান

স্বচ্ছ কাঁচের ওপারে শায়িত
চির নিদ্রায় ফুলের মালায়
চন্দনে সাজানো মুখখানি
কাঁচের এপারে অনেকেই তখনো
অপেক্ষায় মালা হাতে
একটি নৌকো আসবে শ্মশানঘাটে
সাজানো নৌকোয় একাই যাত্রি সে রাতে।

শবযান চলে যায়
চোখের জলের মিছিল পেছনে ফেলে
সাইরেণ বাজে
প্রিয়জন ছেড়ে
শ্মশান ঘাটে চুল্লিতে মহা প্রস্থানের সারি।
রঙীন এক নৌকো আসবে গঙ্গায়
নদীর ওপারে স্বর্গের ফোয়ারা দেখা যায়।

কিছুক্ষণের অপেক্ষা মাত্র
জ্বলে উঠবে বৈদ্যুতিক চুল্লি
জ্বলে ওঠা শেষ আগুন শেষবারে
যবনিকা পাত শেষ অঙ্কে।

আরও একটি তারা খসে পড়া
একটি একটি করে অমোঘ পরিনতি দিন শেষে
স্মৃতিচারণায় মানুষে মানুষে ভীড়
রজনীগন্ধা বেলফুলের মালায়।

ব্যস্ত শবযান ফিরে যায়
অন্য ঠিকানায়।

অশ্লীল

অশ্লীল শব্দ কবিতায়
ক্যান্সারের মত
গিলতে শুরু করেছে
রসাতলে যাবে পৃথিবীটা।
আবারো রে রে অভিযোগ
সীমা অতিক্রম করছে কবির দঙ্গল।
ছায়ার মতন বিতর্ক পিছু পিছু
চায়ের কাপে ঝড় টেবিলে টেবিলে
সোস্যাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতে লেখকের কুরুচি
ফিসফাস তীর্যক বক্তব্যে বিব্রত কবিকুল।

হোঁচট খেল আমার ভাবনাও।
শ্লীল অশ্লীল কে কোথায়
গ্রীসে ভেনাস ডি মিলো
মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড
আকাশ ভেঙে পড়েনি কোথাও।
কবির স্বাধীনতায়
কলমে শিকলের বেড়ি?

ছুঁতমার্গ কোট প্যান্ট
তুলে রাখো হ্যাঙারে।
তুলি কলম তুলে ধর উর্দ্ধে
ছেনি হাতুড়িতে খোদাই কর
হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের দক্ষিণে বসো

স্রষ্টার চোখে চোখ
কবি শিল্পী- ওরা ঈশ্বরের প্রতিরূপ
সৃষ্টির আদি নগ্নতা—
তিনিই উদগাতা অন্ত্যেও তিনি
শ্লীল অশ্লীলে স্রষ্টা নির্বিকার নির্বিকল্প
ব্যস্ত তিনি নিখুঁত প্রতিমা গড়তে
নারী পুরুষ অঙ্গে বিহঙ্গে বহিরঙ্গে
বৃক্ষে পুষ্পে পতঙ্গে- অন্তরে বাহিরে
হিমালয়ের বীর্যে গঙ্গার উৎপত্তির আখ্যানে।

মোহর কথা

মোহর দেখা যায় না আজকাল
ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে
মহারাজাও যেমন-
একসাথেই আস্তানা
কালো পাতায়- সাদা পাতায়
একই সুত্রে একই গাঁথায়।

শুকনো রক্তের দাগ কালো পাতায়
সব ঢাকে নি, ঢাকা যায় নি শতেক চেষ্টায়ও।
পূন্যের মহৎ কাহিনী
সাদা পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও
যেমন পুরোনো বুনো ফুলের পাপড়ির
গন্ধ লেগে আছে পাহাড়ের গায়ে
পথিকের আকর্ষনে হাজার বছর।

অন্দরমহলায় বিনিদ্র নিশি কেটেছে রাজমাতার
মোহরের মোহে দয়ামায়াহীন
রাজা মহারাজা কত -চাবুকে মুচড়ে দিয়েছে শরীর
মোহরের হাতছানিতে স্খলন ঘটেছে রাজার
করদাতা প্রজা ফিরে গেছে ঘরে শূন্য হাতে
কাটা ঘায়ে অপমানের প্রলেপ নিয়ে।

ঘুঙুর পরাতে ব্যস্ত প্রতিরাতে নটিনীর পায়ে
নর্তকীর গোড়ালি চুম্বনে ভোর হয়েছে
মদিরার নেশায় রাগে বেহাগে আঁচড় কেটেছে
মোহর বিলিয়েছে রঙিনপাত্রে কঙ্কনাদের হাতে।
রাজপাট শেষ হয়েছে, শেষ ঠিকানাও নিশ্চিহ্ন আজ
রাজানুগ্রহের লোভে লোভি মৌমাছির দৌরাত্ম্য
ভুলিয়ে রেখেছে ঘুমিয়ে রেখেছে— ক্ষয়রোগে মহারাজা
রাজপ্রাসাদ মিশেছে ধরার ধুলিতে।

ধুলিকণা

ইচ্ছে করে
সাইবেরিয়া যাব
পেঙ্গুইনদের সাথে সময় কাটাব
হাড় কাঁপানো ঠান্ডায়
শরীর ঢেকে গরম কাপড়ে, মাথা ঢেকে টুপিতে
টুপিতে মাথা ঢাকলে মাথায় কিছু ঢোকে না।

ইচ্ছে করে
উত্তর মেরুর বরফের নিচে হারিয়ে যাব
বরফের নিচে গরম জলে নীল তিমি
ওদের পিঠে চড়ে সাগরের তলে ঘুরব একবার
ছোট মাছ-শ্যাওলা আর ঢেউয়েরা খেলা করে
ওগুলো মাখব— সারা গায়ে
ইচ্ছে করে খুব।

দীপা হাসতে হাসতে — হাসতে হাসতে
বলে, কি আজগুবি চিন্তা তোমার!
আর কিছু ভাবতে হবে না?
ঘর সংসার সমাজ মানুষ?
—ওর কথা শুনতেই পাই নি যেন।

জানো শীতের দেশের আকাশ শুধু নীল?
ওখানে বাতাসে ধুলিকণা নেই-
আমাদের মতন।

এমন হতো

যদি এমন হতো
নীলাকাশ নীলই থাকবে অনন্ত
বনের পাখি উড়বে খুশি যতক্ষণ।
বৈশাখী কোনো কালো মেঘের ঝড় আসলেও
ওর শক্ত ডানার শক্ত পালক তেমন রবে
শান্তি সুখের ঘরগুলো তেমন তরোই।
যেমন করে ঘুম চায় মানুষেরা দিন শেষে
নিরিবিলি
এক ঘুমে কাক ভোর
ছুটবে ভোরে আবার কাজ।

আদুরি-পাড়ার ফ্রক পরা মেয়েটি
হারমোনিয়ামে গলা সাধবে রোজ সকালে
যদি গাইতে পারত- সা রে গা মা পা
ছোট ভাইটি তবলায় সঙ্গত দেবে
দাদরা ত্রিতাল কাহারবা!

কোন ভয়েই
আদুরির গলা কাঁপবে না-
রেওয়াজে
ভাইয়ের হাতে তবলার বোল কাটবে না
সঙ্গতে
দুরু দুরু কোন শঙ্কা বাজবে না
মায়ের বুকে
বাবা কাজে বেরুবে
একটি বারও পেছনে ফিরে তাকাবে না!

সূর্যোদয়ের শিশু

বিষবাষ্পের ভয়াল ছোবল
সবুজ মাঠে সবুজ ঘাসে
রঙ হারিয়ে সব ফ্যাকাসে
আতঙ্কে ওরা ছন্দহীন
ছোট্ট শিশুরা খেলার মাঠে।
ভন্ড হাতের নোংরা খেলায়
সন্দেহের দানা বেঁধে সন্ধ্যা নামে
তফাৎ যাও- উঠবে ফ্লাট
শিশুর দল আঁতকে ওঠে।

আসছে একটা সূর্যোদয়
আবার আসবে
রঙ ফেরাব ধুসর ঘাসে
খেলবে শিশু ওদের মাঠেই
কথা দিলাম সব শিশুদের।

সমান্তরাল

দুইই চাই আমি আকুল প্রাণে
কাছের উর্বর মাটি— গান, দূরের ধ্রুবতারা- কবিতা
গান থাকে কাছে— ঠোঁটে, কবিতা থাকে দূরে- মনে
সেতুটির দু পারে দুজনে।
কবিতা কথা কইতে পারে না, চেয়ে থাকে
গান তীর ভাঙা ডেউয়ের খঞ্জনি
আমি গান কবিতা দুইই চাই।

দুইই চেয়েছি
চেয়েছি তুখোড় প্রতিপক্ষ
সমালোচনায় ঝড় তোলে।
চেয়েছি ভালোবাসায় অন্ধ কোন বন্ধু সে জন
সমর্থনে কোন প্রশ্ন করে না
দুইই চাই সোনালী বৃক্ষের দুপাশে
শস্যের শান্তি আর খরস্রোতা নদীর তোলপাড়।

দুইই চাই আমি এবেলা ওবেলা
দিনে কর্মযজ্ঞে চাই সাহস ও শক্তি উদয়াস্ত
আলোতে আশ্রয়ে আশীর্বাদে।
সূর্যাস্তের পর শান্ত প্রকৃতি জঠরে
রাতের নিশ্চিত প্রশ্রয়ে চাই সফল পরিণতি
কোল আলো করা পুরুষ সন্তান।

সঙ্গী

আমার সঙ্গী হবে?
অরণ্যের গভীরে যাব বৃক্ষরাজির অন্দরে
বর্তমানের ক্ষয়রোধে বিশল্যকরণির সন্ধানে
তারুণ্যের শুকিয়ে যাওয়া ফুল বীজ সজীবের জন্যে।
চল যাই । হন্যে হয়ে খুঁজি।

আমার সাথী হবে?
জনস্রোতে হাটব ছদ্মনামে সংগোপনে
ওদের মাঝে মিশে
কীট পতঙ্গের তালাশে।
ঘুন পোকার মত কেটে ফেলছে ওরা ফাগুন বাতাস
দুর্গন্ধে দুর্বিসহ করে বাড়ছে সংখ্যা ওদের।

পা মিলিয়ে ছুটবে আমার সাথে?
অফলা পতিত মাটিতে বুনব ধান-জল সিঞ্চনে
লাস্যময়ী যেমন বাথটবে স্নান সারে
সুগন্ধী জলে পাপড়ি ভাসিয়ে
তেমনি ধানের গন্ধে আবার হাসবে পৃথিবী।
সঙ্গী হবে সব এক সাথে?

স্বপ্ন ছিল নীল

স্বপ্ন ছিল নীল
সেই ছোট্ট বেলা
লাটাই হাতে ঘুড়ির কাছে
শিখেছিলাম- আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন দেখা
মেঘের বুকে লিখে দিতাম- ভোঁ কাট্টা।

স্বপ্ন ছিল নীল
ডান্ডা গুলি খেলতে খেলতে হাসতে শেখা
হারা জেতা তুচ্ছ করে সাথিরা সব গলাগলি।
খেলার ছলে ক্যাম্বিস বল খুঁজতে গিয়ে
ওদের বাড়ি ঢুকে পড়ে
ঝুমার চোখ চেপে ধরা।

স্বপ্ন ছিল নীল
দু চোখে সেই স্বপ্ন নিয়ে ঝুমা কখন বড় হল
সানাই বাজল, আড়ম্বরে বিয়ে হল।

বলেছিলাম, ক্যারম খেলবি?
ধরা গলায় ঝুমা বলল, বিয়ের পর খেলতে নেই।
ক্যারম বোর্ডে ধুলোর নীচে স্বপ্নগুলো চাপা পড়ে।

দিনে দিনে ইচ্ছেগুলো পথ হারাল।
ঘুড়ি লাটাই ডান্ডা-গুলি ঝুমা ওরা কোথায় গেল
ছবি আঁকে না চোখের পাতায়, চিন্তা গুলো ধুসর হলো।

অভিমানে

চুপি চুপি সরে গেল
আড়াল করে সকল ব্যথা
সরিয়ে রেখে সব আয়োজন
বুকের মধ্যে বুক শেলফে।
সরে গেল
যবনিকার পর্দা টেনে
মুখ ফেরাল অভিমানে
চলে গেল
বলে গেল না
কিচ্ছুটি।

কথার পাহাড় সাজানো ছিল
মনের খাতায় জমা ছিল
শয়ন ঘরে সাজানো ছিল ফুলের বিছানা।
মনের কথা মনে ছিল
মালার মত
মালা গাঁথা সুতোর মত
ফুলের অন্তরে।

পূজার থালায় ভালবাসায় শুকিয়ে গেল অবহেলায়
বলা হল না
কিচ্ছুটি।

অমৃতা

চলে যাবে অমৃতা
আইবুড়ি ভাতের অনুষ্ঠান
বাড়িময় কত সাজ
কত ব্যঞ্জন রাঁধা রাঁধুনির
রকমারি মিষ্টান্ন ডাইনিং টেবিলে
পঁচিশ বছর ছিল চোখের পাতা জুড়ে
ওর বড়মার মুখে প্রশন্নতা
অমৃতাকে নিজ হাতে পায়েস খাওয়ানো
বিদায় নিয়ে সব ছিঁড়ে চলে যাবে।
ঠাকুমার মুখে হাসি
আজ উৎসব আনন্দের
সারা বাড়ি সাজো সাজো
কালী পিসি সেও।
মেয়ের গলায় সীতাহার
কপালে চন্দন লাল শাড়ী কি অপূর্ব
একি অপরূপ সাজ তোর অমৃতা, মা আমার।
অমল বলেছিল, দাদা অমৃতাকে দেখো।

ওর বড়মার চোখের কোনে
ঠাকুমার বুকের পিঞ্জরে
কালী পিসির আশীর্বাদে
অমৃতার মায়ের শঙ্খধ্বনির
প্রতিধ্বনি- আনন্দ ঘরে বিষাদ চিত্রখানি।

তপ্ত দুপুরে

এসো সকলে এক প্রস্তাব রাখি
সর্বসম্মতিতে
অলিখিত সে প্রস্তাব।
লিখিত সম্মতির কোনো মূল্য রাখে না কেউ
কেউ রাখে না।
শান্তির যৌথ প্রস্তাব রাখি
এ তপ্ত দুপুরে।

এসো একটি করে ফুল রাখি
সে পুস্পস্তবকে
সকলে রাখি- জল সিঞ্চন করি
পাশাপাশি ফুল
ভিন্ন গন্ধ ভিন্ন রঙের
ফুলেদের হিংসা অপছন্দ
এক পুস্পস্তবকে সকলে রাখি সব ফুল
মিলিত শক্তি আর শান্তিতে থাকুক ফুলেরা
অশান্ত এই দুপুরে।

স্মার্টফোন

হারিয়ে যাচ্ছে মনগুলো
আবডালে আড়ালে
উদ্দেশ্যহীন জঙ্গলের আঁধারে
ঠিকানা বিহীন গহীন নিরুদ্দেশে।
ইচ্ছামৃত্যুই কি অবসন্নের অবশেষ?
সব ছেড়ে সারাদিন
যন্ত্রের সাথে
উচ্ছল মন আনমনা প্রাণহীন আজ
স্মার্টফোনে
পলকহীন চোখ সেঁটে
মাদকের আকর্ষণে পাঁচ ইঞ্চি স্ক্রীন
আঙুলের ডগায় সমর্পণ শরীরের সর্বস্ব!
কি খুঁজে চলেছে মন?
শান্তি? নেশা? প্রতিবাদ!
লোকালয়ে ট্রামে ট্রেনে মেট্রোতে?
দুঃখ? বিষাদ ফ্যান্টাসি?
অচেনা অজানার হাতছানি?
ভার বইতে অপারগ?
কাঁচের মত ভেঙে যাচ্ছে দিনগুলো
বিকলাঙ্গ হতে হতে
উঠে দাঁড়াবার শেষ শক্তিও ফেরারি খাতায়।

অথবা আমার চোখ প্রতিদিন হারাচ্ছে প্রাচীন পাতায়?

ভালো থাকা

পথেই ছিলাম ভালো
সবাই ছিল সাথে।
পালিয়ে ঘরে এলাম ঘুমের খোঁজে
শান্তির খোঁজে- তোমার খোঁজে।
একা হলাম একদম একাকী
অনিশ্চয়তায় কেউ নেই পাশে।
মস্তিষ্কের কোষে কোষে অ্যাসিড বৃষ্টি
হিস হিস শব্দ চারপাশে-
অক্টোপাসের জাপটে ধরা নিঃসঙ্গতা
শ্বাপদ সর্পিল আঁধারে।

দুদন্ড বিশ্রাম চেয়েছিলাম শুধু
ভালো ছিলাম কোলাহলে
ভীড়ঠাসা কাতারে
হৈ চৈ হট্টগোলে- হাসিতে কান্নাতে।
মানুষের ভালবাসায়
দুঃখ সুখে মানুষের কষ্টে আনন্দে।

মানুষকে নিয়েই ভালো থাকা যায়।

স্বপ্ন বিভোর

ভেবেছিলাম চাঁদ পেয়েছি
হাতের মুঠোয় তোমায় পেয়ে
মুঠো খুলে আলতো করে
তাকিয়ে দেখি দুচোখ দিয়ে
চাঁদ তো নয়
জোৎস্না এসেই রাঙিয়ে দিল
মন প্রাণ সব জুড়িয়ে গেল
এক ঝলকে।

ভেবেছিলাম তোমায় পেলাম
ভাবনা সে আজ
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নে বিভোর।
ডানা মেলা ইচ্ছেগুলো
হতাশ হলো আজ সকালে
মেঘ জমেছে মনের কোনে
কোন কারণে কে বা জানে।

মেঘ সরিয়ে দেখে নিলাম
সঙ্গোপনে
নারীর যেমন শস্য ক্ষেতে সব অভিমান
তেমন আমার স্বপ্নগুলো জেগে আছে
পূব দিঘিতে শাপলা হয়ে ভোরের সুখে
তুমি আছো তারা হয়ে আকাশময়।

সহযাত্রা

পায়ে পায়ে পথ চলা পথিকের
পায়ের আঘাতে কষ্ট নেই
রুষ্ট হয় না পথের ধুলো, পাশের বুনো গাছ
অনন্তকালের যাত্রি-এরা
পথিকের অপেক্ষায় চেয়ে রয় পথ -বুনোগাছ
পথের ধুলো।

গোলাপের চির সঙ্গী গোলাপ কাঁটা
যত রক্ত ঝরা তত কাছে পাওয়া
রক্ত মাখা আঙুলের ফিরে আসা বার বার
কাঁটার ব্যথা বুকে বিঁধে।

ফুল কুঁড়িতেই জানে
মিলনের ছলনায় মধু চুরি
ভোরের আলো ফোটে
পৃথিবীর ঠিকানায় ফুলের অভিসার
ভ্রমরের গুনগুন গানের ছলে।

মালিনীর উঠোনে কুয়াশা দূর হয়
আকাশের কালো মেঘ কেটে যায়
মাটিতে আশ্রয় খোঁজে ফল বীজ।
তখনই পুষ্পবৃষ্টি নামে
গোলাপ পাপড়িতে মালিনীর বাগানে।

খরস্রোতা সিঁড়িতে

যখন শুনতে পাই
মোলায়েম হৃদয়গুলো
ক্রমশঃ কর্কশ ভঙ্গীতে কথা বলছে।
যখন দেখতে পাই
অমায়িক আদর্শবান তরুণ তুর্কি
ক্রমেই সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে
সব কিছুতেই খুঁতখুঁতে বাতিকগ্রস্ত।

যখন অনুভব করলাম নির্বিবাদ ওই মানুষগুলো
বলে ওঠে, অনেক হয়েছে আর নয়।
দুদন্ড শান্তি চাই বলে নিশ্চুপ থেকেছে এতদিন
তারাও অধীর।
নিমজ্জিত অস্থির চিত্ত চাঞ্চল্যে
হোঁচট খেতে খেতে প্রতিদিনের ধাক্কায়
তারাও বর্ম পরছে বুকে
মাথায় শিরস্ত্রাণ।

উদ্বিগ্ন আমিও ওদের অনুভবের সাথে
প্রস্তুতির বারান্দায়
খরস্রোতা সিঁড়িতে পা রেখেছি একত্রে।

কিছুক্ষণ

সেই বিন্দুতেই আছি
যেমন ছিলাম তেমনই
ঘুরপাক খেতে খেতে
অন্ধ লাটিমের মত
লেপতির উচ্ছিস্ট উৎপাতে
আর পারছি না, একেবারেই পারছি না।

একটিবার বিচ্ছিন্ন হতে পারতাম ছিন্ন করে সব কিছু!
নিরুদ্দিষ্ট হয়ে সুমেরুর জনহীন নৈশঃব্দে
এস্কিমোদের বরফের ইগলু ঘরে
কিছুক্ষণের ঘুম
কিছুদিনের বিশ্রাম
সমাজ সংসার নিয়ম নীতির তার ছিঁড়ে
মুক্ত হয়ে সব বাঁধনের বাইরে
বুক ভরা প্রশ্বাসে
ফুসফুস ফুলিয়ে অক্সিজেনের নির্মল বাগানে!

না হয় ফিরেই আসতাম আবার
ফিরে আসতামই আমি
আবার তোমাদের ভজনালয়ে
দড়ি টানাটানির নিত্য কোলাহলে।

এই সে হেমন্ত

খোলা জানালায় উঁকি দেয়
ভোরের হিমেল হাওয়া
শীত শীত স্পর্শে শরীরে আলসেমি
আরও একটু শুয়ে থাকা- ডুবে থাকা।

সে অনেক বছর
থিয়েটার হলে পাশাপাশি
হাতের মুঠোয় হাত-
মনে পড়ে কি তোমার?

চায়ের কাপ ঠাণ্ডা হয়ে আসে
হেমন্তের সন্ধ্যায়- উদাস করা মনটায়
মনে পড়ে যায়-
হলের আলো নিভে গেলে
হাতে ধরে হাতটিতে
লুকোচুরি আর নাটক দেখা।
ইন্টাভ্যালে গরম কফি!
মনে কি পড়ে তোমার হাতের মধ্যেই হেমন্ত?

জানালা

আমার ছোট্ট জানালাখানি
আমার টুকরো টুকরো প্রয়োজনে
মিষ্টি হাওয়ার পরশে সূর্যস্নান সারি
মাটির গন্ধে ফুলের সৌরভে
নিরিবিলিতে জাগিয়ে রাখে
তখন আমি একা
আমার মধ্যে আমি একা।
দূরবাসিনী কবিতা শোনায়
অবসাদে উদ্দীপনার আনাগোনায়
এক মুঠো শান্তি এনে দেয় এ জানালা।
পিওন তার সাইকেলে ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে
রোজ সকালে
একটি তাজা গোলাপ রেখে যায় জানালায়।

আমার জানালায় অনেক উৎসাহী চোখ
ব্যর্থ মানুষগুলোর উঁকি ঝুঁকি।

জানালাটা আমারই
সবিনয় অনুনয়-
নজর দিও না তোমরা।

দুপুরে শস্য সৃষ্টি

শ্রেষ্ঠ ফসল তুলে নিতে
চাই যৌবনের রোদেলা দুপুর
যখন গনগনে রোদে গায়ের চামড়া তামা হয়
টগবগে রক্ত প্রবাহ শরীরে
শিরা গুলো পেশীর বাইরে উন্মত্ত
সূর্য ধার দেয় তার সমস্ত উত্তাপ
চুইয়ে পড়ে ঘাম তৃষ্ণা শরীরের ঢাল বেয়ে
পুরুষ নিমগ্ন শৈলীতে শক্তিতে নিপুন।

নারী মন ও শরীর ব্রীড়ায় নীল
কোমল গ্রন্থি ক্রমশঃ পেলব
মায়াবী ঝড়ে
শুধুই সমুদ্রের ফেনা
রহস্যময়ী তন্বী অন্তরের ভালবাসায়
ঢেকে দেয় তাবৎ স্ফুলিঙ্গ পুরুষের।
ক্লান্ত সূর্য পড়ন্ত তখন
পুরুষও তখন পরিশ্রান্ত প্রাচুর্যে
সৃষ্টির রহস্য কাব্য বাসনায় আকণ্ঠ
বৈশাখের দুপুরেও সূর্য পরিতৃপ্ত তার অহঙ্কারে
পৃথিবী ব্যস্ত হয় শস্য সংগ্রহে।

প্রত্যাশার বসন্তে

কৃষ্ণচূড়া পাতা মেলে ধরে
পাপড়িরা ডাক দিল
বসন্তের বাতাস
উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে
বলে উঠল, আমরা এসেছি
সুসময় এনেছি আমরা, দেখ
ঘুম ভেঙে তাকাও তোমরা।

আমি তাকালাম
তোমার খোঁজে
জানালায় বসা পাখিটিরে শুধোলাম
শত ব্যস্ততায় তন্ন তন্ন করে
ঘরের বাইরে বাগান ছাড়িয়ে
বাড়ির বাইরে আকাশ পেরিয়ে
চেয়ে থাকা তৃষ্ণার্ত মানুষ গুলোর মত
প্রতি বসন্ত ভোরে বুক ভরা আশা নিয়ে—
এ বসন্তেও যদি মেলে তোমার দেখা।

স্বার্থপর শুকতারা

কথা ছিল ভুলে যাব
নীল দিঘিতে হাত ধুয়ে
রোজনামচার ডায়েরি তুলে রাখব খোলা তাকে
সমস্ত দায়মুক্তির গল্পকথা এমনই হয়।
ফিরেও চাব না কোনদিন
শুনেও শুনব না একদিনও
সব দেখেও দেখব না ফিরে।

ঘুঙুর বেজে চলে অসময়ে
মস্তিষ্কের কোরকে এস্রাজের তালে
কোষ থেকে কোষে ছুটে বেড়ায়
তড়িতাহতের মতন ছটফটানি।

নিষ্কৃতি পেয়েছ কি?
দায়মুক্ত হয়েছ সবকিছু পেছনে ফেলে?
তারাদের ঘুম নেই- না দিনে না রাতে।
ওরা জেগে থাকে।
পেয়েছ নিশ্চিন্ত ঘুমের দেখা?
চেয়েছিলে স্বার্থপর শুকতারার মত
একা থাকতে!

হুঁশিয়ার

ঝোলা কাঁধে আগন্তুক
সুঠাম দেহে শক্ত মনে
অপরিচিত অথবা
কোথায় যেন দেখেছি তারে
এখানে ওখানে বারে বারে
আসে পাশে - দেখে থাকি
নুইয়ে পড়া ন্যুব্জ দেহ
মাংসপেশী শক্ত এখনো
চোখের তারায় বিদ্যুৎ
স্বচ্ছ কাঁচের মত
চকিত চারিদিকে
দৃষ্টিতে প্রখর।

কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি
দৃঢ় চোয়াল
প্রত্যয়ে গভীর গম্ভীর
অঙ্গীকারে শিরোধার্য
পৃথিবীটা পাহারায়
নেমে আসা অন্ধকারে আগন্তুক
সহসাই বারে বারে সে উচ্চকিত চিৎকারে
-হুঁশিয়ার, জাগো।

মায়ের ঘর

বৈশাখে পুড়ছে মাটি
পুড়ছে গাছ
তপ্ত বাতাস তপ্ত মেজাজ
মনের মাঝে উঁকি দেয় ইচ্ছেটা
এক পশলা বৃষ্টি আসুক হঠাৎ করে।

বকুল বলে, মাগো
তোমার ঘরে এসি বসাবো
তোমার ঘর ঠান্ডা হবে।
এ গরমে তুমি ঘুমোবে আমি ঘুমোব ঠান্ডা ঘরে
দুষ্টু সোনা কোলে নিয়ে
বৌমা তোমার, সেও ঘুমোবে একই ঘরে
সারা বোশেখ এই গরমে মায়ের ঘর ঠান্ডা হবে।

একটু খানি শান্তি দেবে মায়ের মনে
অনেক সাধ অনেক দিনের
বকুল রায়ের।
অল্প বেতন তবু বকুল
এসি বসিয়েছে মায়ের ঘরে শখ করে
ওরা ঘুমোয় চার জনে ঠান্ডা ঘরে।
স্বর্গ নেমেছে পৃথিবীতে।

আকাশ আলো ঝর্ণা

আকাশকে বললাম, তোমায় ভালবাসি।
অঞ্জলি হাতে অসীমের সীমানায়।
আলোকে বললাম, তোমায় ভালবাসি
আঁধার কাটিয়ে আলোর গান বিশ্বময়।
ঝর্ণার জলপানে বিহ্বল তন্ময় আমি
ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা মেটে না
আকাশে আলোতে খেলা করে ঝর্ণার ছটা
ঝর্নাকেও বললাম, ভালবাসি তোমার সুর তরঙ্গ।

ঝর্ণা ঝরে অবিরাম নদী হয়ে পাহাড়ের বুকে
আকাশের আশ্রয়ে আলো পথ দেখায়
ঝর্ণার স্রোতে উৎসব করে চাঁদ জোৎস্না
বয়ে চলে সাগর সঙ্গমে
তৃপ্তির গান আকাশ-আলো-ঝর্ণার ঠোঁটে।

রাতে আলো আচ্ছন্ন আকাশের বিরহে
সৃষ্টি হয় নতুন নক্ষত্র আকাশময়
সূচী শুভ্র প্রেমের আবহ সঙ্গীতে।
ঝর্ণার জলের শব্দে তার ব্যথার জীবন স্রোত।
বেদনার শক্তিতে ঝর্ণা বহমান আজীবন।
আমাদের শোণিতে আকাশ আলো ঝর্ণার অবগাহন
প্রেম বিরহের অববাহিকায়।

রোববারে পপকর্ণ

রোববার সন্ধ্যায় নেট ঘাটছি
বললাম, যাবে শো দেখতে?
- কথা ছিল যে রেস্ট নেব সারাদিন, ভুলে গেলে?
সিনেমা হলে শো দেখব- রিলাক্স করব।
- টিকিট মিলবে তো শেষ বেলায়?
'বুক মাই শো'তে মিলল দুটো টিকিট
পাশাপাশি কর্ণারে সিট-
অনলাইন বুকিং
রাত আটটায় শো, রাত এগারোয় ঘরে ফেরা।
সাথি ছিল পপকর্ণ এর বাসকেট।
ইন্টারভ্যালে আইসক্রিম।

কলেজ পালিয়ে হল কাউন্টারে লাল মুখ করে
-কর্ণারে পাশাপাশি দুটো টিকিট?
পেয়ে গেলে স্বর্গ মিলত হাতের মুঠোয়
তিন টাকার সিনেমা টিকিট
আট আনার চীনা বাদাম আর হাত ছোঁয়া ছুঁয়ি।
সে স্বাদ কোথায় পপকর্ণ আর আইসক্রিমে?
পদ চিহ্ন ফেলে আসা অনেকটা বছর পৃথিবীর পথে
তবু খুঁজে দেখা চীনা বাদামের ফেলে আসা গন্ধ
হলের আলো নিবে গেলে রোববারে -দুজনায়।

সঞ্জীবনী

দুর্বলতা তোমার চোখে পড়তেই
সাহস জুগিয়েছ প্রথম প্রহরেই
দেখেছ যখন বিচ্যুতি-পথভোলা
দিশাহীন আমি বিভ্রান্তির কানা গলিতে
আলো ধরেছ গন্তব্যের নির্দিষ্ট সীমানায়।

যখনই আমার শব্দ চয়নে বৈকল্য-
দেখেছ কবিতার সর্বনাশ
সঠিক শব্দ উচ্চারনে দেরি করনি তুমি।

মানসিক চাঞ্চল্যে ঝোড়ো হাওয়া যখন
তোমার উষ্ণ যাদুকরি হাসিতে ঘুরে দাড়িয়েছি
আমার অস্থিরতায় শান্ত করেছ সহানুভূতির পরশে
অবসাদে ক্লান্ত যখন হতাশ উদ্যম হারিয়ে
নিরাশায় নুইয়ে পড়া যখন
তোমার সিঞ্চনে প্রাণ পেয়ে
ভগ্ন হৃদয়ে আহ্লাদিত হয়েছি
দুহাতে আমার উপচে পড়া কৃতজ্ঞতার ডালি
জনমভর সঞ্জীবনী সঞ্চয়।

বন্ধনে

তৃষ্ণার স্রোত বয়ে চলে
অচেনা দূর সাগরে।
ঢেউ তার বারে বারে
আছড়ে পড়ে
চির চেনা অশান্ত নদী তীরে।

নিরন্তর দিক চক্রবালে
দৃষ্টি রেখেছি সেই সুদূরে।
মনটা ফেরে ঘুরে ঘুরে
নিকটের চেনা চক্ষুকোনে
ব্যথা ভরা রূপোলি জলকনায়।

প্রতিজ্ঞা লিখে রেখেছি
ধনুর্ভঙ্গ কাঠিন্যে।
আর অঞ্জলি হয়ে
কোমল পাপড়ির মত
আশ্রয় খুঁজেছি
তোমার কর পদ্মে।

অপেক্ষায়

দীপা বলেছিল, একটু বসো
আসছি আমি।
বসে রইলাম
পূর্ণিমার চাঁদের মত
যেমন আকাশের অভিমানে
একমাস পর একটি রাতের অভিসার।

বসেই রইলাম আমি
রঙীন পাখায় প্রজাপতি
ঘুরে ফেরে অপেক্ষায়
সূর্যমুখীর কুঁড়িটা
কবে যৌবনবতী হবে।
বসে রইলাম আমিও।
ঘড়ির কাঁটায় নিঃশ্বাসের উষ্ণতায়
চকিত চাঞ্চল্যে
দিন রাত বছর পার হয়।

দীপা, তুমি শুনতে কি পাও?
অস্থির মুহূর্ত কত দীর্ঘ কত আঁধার
অমাবস্যার হৃদস্পন্দন নিয়ে
বসে থাকি অপেক্ষায়— আমার বসন্ত আসবেই।

নভেম্বরে বৃষ্টি

কথা ছিল
মাখব শিশির সকালে
এ কি অনাসৃষ্টি
প্যাঁচপেঁচে বৃষ্টি
বন্দি সারাদিন
ঘরে বসে কাটবে।

ভেজা কাক ওড়ে না
ভেজা চুল-ওড়না
গায়ে সেঁটে আঁচলটা
গুটি সুটি মনটা।
বৃষ্টিতে নারীরা নদী হয়
বৃষ্টির জলে ভিজে মেঘ হয় রাজহাঁস।

বসে আছি অবেলায়
নভেম্বর বিকেলে
অসময়
নিরূপায়।

লুকোচুরি

নিরিবিলি একটুখানি
সময় চেয়েছি সময়ের কাছে।
টেলিভিশনটা বন্ধ রেখে
মুখ গুজে খবরের কাগজ বালিশের নীচে
সোফায় একটু গা এলিয়ে চোখ বুঁজে
থাকতে চেয়েছি কিছুক্ষণ!
ভেবেছি আর ভাবব না
কারও কিছু, অনেক কিছুই।

চিন্তাগুলো বড্ড নাচার
ধুরন্ধর সিঁদকাটা চোর
মনের অজান্তে মনে ঢোকে
মনের মধ্যে বাসা বেঁধে
মনটাকে খায় কুরে কুরে
নিরাশার ঘুন পোকা।

কার চিন্তা কোথা থেকে
উড়ে এসে জুড়ে বসে
গুলিয়ে দিয়ে মস্তিষ্ক
আবার হাওয়া - ভো কাট্টা
নতুন কারও
জায়গা দিয়ে চুপিসারে
অদ্ভুত এক লুকোচুরি
চিন্তা আর মনের মাঝে
ঢুকে পড়ে পৃথিবীটা।

কুয়াশার সৌন্দর্য

ঘন কুয়াশার সকালটা
জানলার কাঁচ দিয়ে উকি দেয় এঘরে
নারকেল সুপারি গাছ দুটো
উপভোগে ব্যস্ত সারা গায়ে
শীত আর শিশিরের গন্ধ
আজ আর উঠবে না সূর্যটা
হেরে গেছে আজকের যুদ্ধে
কুয়াশাই বিজয়ী যোদ্ধা।

বেড টি কে কখন দিয়েছে
ঠান্ডা হয়েছে কোন ফাঁকে কে জানে
কুয়াশার তপস্যায় থমকে আমিও
ঠিক আছে-
জেঁকে বসো, চেপে বসো মানুষের মন জুড়ে
কাজ ছাড়া আলসেমি হোক না দিনটা
লেপ টেনে মুড়ি দিয়ে
ওম নিতে নিতে হোক মোলাকাত
হাড় কাঁপা ঠান্ডার অজুহাত।
ভাবছি একা একা আমিও—
এই ভোরে সে কোথা।

অস্থির চিত্তে

ওকে পাশে নিয়েও
চঞ্চল প্রজাপতি মন আমার
দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন উতলা আমি
অসম থেকে গুজরাট মরুভূমিতে
ছেলে ভুলানো গান- যেন কেউ বোঝে না।

অনাচারে ক্ষোভে অশান্ত
চোখের তারায় অভিযোগ
দুর্দন্ডের আস্ফালনে
প্রতারক নানা ছলে
নানা বেশে নিত্য যত অবহেলায়।

উপেক্ষা করি কোন অজুহাতে
চিত্তে আমার অস্থিরতা।
দীপা, পাশে একটু বসবে তুমি?

পিনাসা

পিনাসা কাল বলেছে
—তোমার ফ্রেন্ডশিপ খুব এনজয় করছি।
—সত্যি? বল কি?
—হ্যাঁ, কাজের চাপ, ক্লান্তি আর একঘেয়েমিতে।
—তুমিই তো অগতির গতি।
আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।
—কেন গো?
—আমি বেস্ট ফ্রেন্ড?
—আমার ভাল লাগে তোমার সব কিছু।
—একই কথা কতজনকে?
—ধ্যাৎ শুধু তুমি।

মজা করতে, খুশী রাখতে, ভাল থাকতে
তোমার জুড়ি মেলা ভার, টাইম পাস।
ব্যস্ত এ শতাব্দীতে।
সুযোগ নেই সময় নেই আড্ডা মারার কফি শপে
স্মার্টফোনে একটু আধটু হলোই বা।
আঠারো থেকে আশির কোঠায় টক ঝাল মিষ্টি।
তেতো হলেই সাইলেন্স মোড।
সহনশীল পর্দা ছিঁড়ে সীমার বাইরে পা?
পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে দাও তোমার মনের জেলখানায়
কে পালায়? কে গেল? কে এল?
আনফ্রেন্ড বা ব্লক লিস্টে নির্বাসন
নতুন নতুন বন্ধু খোঁজা
টুকরো টুকরো মিষ্টি মিথ্যে সময় কাটছে, কাটুক না।
এভাবেই সৃষ্টি হয় সত্যি কোন মিষ্টি বন্ধু পিনাসা।

বৈশাখে বৈশাখী

বসন্ত এসে একটু খানি পরশ দিয়ে
হাওয়া লাগিয়ে আঁচল উড়িয়ে দু'চার দিন
স্মৃতি রাখে না দাগ না কেটে
শুধু আসা যাওয়া ফিসফিসিয়ে
অমনি হাওয়া।
কবি লেখে দু এক খানি হালকা পলকা কবিতা
তোমায় নিয়ে
এই তো তুমি বসন্ত
মিষ্টি কথার ফুলঝুরি।

বৈশাখ এলো
খর তাপে তেজ ভৈরবী মহা সুন্দর
ঘর ভাঙে বৈশাখী ঝড়
মন ভাঙে কাল সন্ধ্যায়
আকাশ কালো
কালো মেঘের গর্জনে।

ভুলেই ছিলাম উদাস অলস বসন্তে
বদ্ধ ঘরে আগল তুলে একা একা নন্দিনী।
আকাশে তোমার
আসছে আবার নতুন বছর নতুন কাল বৈশাখী
আসছে আবার নতুন ঝড়
উড়িয়ে দিয়ে সব অভিমান
তোমার ঘরের দ্বার ভেঙে।

ছোট্ট খোকা

যেদিন তুমি ছোট্টটি
চিকন হাতে আমার আঙুল ধরে
তোমার হাটি হাটি পা পা
তোমার স্পর্শে আমার স্নেহধারা।
ভাঙা ভাঙা বলতে তুমি
বাবা, ওটা কি? এটা কেন?
আমি সবার থেকে ছোট্ট কেন?
আকাশ কেন নীল?
দাদা কেন বড় হল আমার চেয়ে?
শত প্রশ্নের উত্তর দিতে
সময় কোথায় চলে যেত দুজনার।

এখন ব্যস্ত ইঞ্জিনিয়ার তুমি।
হাজার মাইল দূরে
ভিডিও কলে বিনিময়
মূল্যবান সময় তোমার
প্রতিটি সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা।
তোমার মা বলে, চিন্তা করো না।
মা তোমার চিন্তা করে আরও বেশী
তবু আমায় বকে, তুমি জানো?

বলেছ পরশু তুমি আসছ
সকালের ফ্লাইটে
ফিরে যাবে রাতেই।
তুমি জানো না কি সব করছে ওরা
তোমার মা ঠাকুমা দাদা বৌদি
কি খাওয়াবে ভেবে আকুল ব্যস্ত ব্যাকুল
ছোট খোকা আসছে আবার একটি বছর পর।
সোনা আমার,
এ সব জানলে তুমি আর কি ফিরে যেতে ব্যাঙ্গালোর?

এ কোন বসন্তে

অবিশ্বাসের পর্দা চারিদিকে
সূর্য উঠছে আতঙ্ক চোখে
ছা পোষা মানুষেরা চুপ চাপ নিশ্চুপ
কথা কম চাপা স্বর
পুরুষেরা ঘর মুখো পাহারায়
চা ওয়ালার বেঞ্চিতে কেউ নেই আড্ডায়
জ্বলে নি আঁচটাও, ঠান্ডা কেটলির ঢাকনা।

গুজবের ফানুসে ছয়লাপ
ফাগুনের বাতাসে দুষণে চারিধার
র‍্যাফ পুলিশ ভারি গাড়ি ঘড় ঘড়
বন্ধ নেট
এখন সবকিছু আঁধারে।

ওরা কাল ছিল পাশাপাশি সব্জির বাজারে
মশকরা হাসিতে ঠাট্টায়
বিড়ি ফোঁকে ভাগ করে দুজনায়।
আজ কেন বল্লম কাটারি তলোয়ার
কেরোসিন পেট্রোলে হাতে হাতে ভরা জার
কালো ধোঁয়ায় ও পাড়ার নিরীহ কুঁড়ে ঘর।
গাছ ফুল পাখীরাও স্তব্ধ
থমকে দিশাহারা
সকালের আজি এ বসন্তে।

মুগ্ধ সকাল

পৃষ্ঠদেশ ঢেকো না কালো চুলে।
আজ সকালে
জানালায় তুমি আকাশের পানে আনমনা।
চুড়ো করে মাথায় তোমার খোঁপা চুল।
অপরূপ গন্ধরাজের মত
মনটা আমার চনমনে
হঠাৎ দেখা যেন
অন্য কেউ অন্য কোনো ক্ষনে।

দেখা প্রতিদিন কথা প্রতিদিন
তবু কত দিনের না দেখা যেন
এক ঘরেতে বসত করি দিবা নিশি
ঘরের মানুষ ফিকে হয় দিনে দিনে এভাবেই।
একটি সকাল ফিরিয়ে দেয় সব কিছু
জানালার দিকে তন্ময় আমি নির্বাক আনন্দে
তোমায় দেখি।

দার্জিলিংয়ে হিলকার্টে সূর্যোদয়
গোয়ার বীচে নরম ঢেউ
কোবালামের সাগর পাড়ে
বিদেশিনীর সূর্যস্নানে উন্মুক্ত বালুচর
জানালায় তোমার পৃষ্ঠদেশ
এক লহমায়
মুগ্ধ সকাল।
এক মহিমায়
আমি বিমুখ বর্ণনায়
বন্ধ কোরো না জানালা।

পুরোনো বাঁশীতে সুর

পরিনত হলো প্রাণ যখন
বেহাগে পরিত্যক্ত যৌবনের করুন সুর।
প্রাচীন বাঁশীতে নৈঃশব্দ্য- রূপকথা কথা কয়
শূন্যগর্ভে বেজে ওঠে নিয়তির আলিঙ্গনে।

তামাটে বর্ণের শরীরে সে কোথায়?
বয়োঃবৃদ্ধির ঘোষণা হয়েছে
জ্বলে জ্বলে মোমবাতি গলে গলে পড়ে
টেবিলে নেতিয়ে পড়া সলতে নিবে যায়
শুয়ে থাকে একাকী
বলি রেখায় সারা কপাল।

উদাস নিঃশ্বাসের ছল কাটিয়ে
জেগে ওঠে সহস্র পুরাতনী প্রাণবায়ু
হৃদয়গুলো হাত ধরা ধরি
শোনায় মুক্তির বাণী।
পুরোনো বাঁশীতে সুর বেজে ওঠে-
আমরাই দেব নুতন কুঁড়িদের বেড়ে ওঠার ভরসা
আমরাই দেব এ চঞ্চলা পৃথিবীতে নিরাপদ আশ্রয়।

না

অনুনয় করে বলেছিলে, থেকে যাও
সে বলেছিল, সময় হবে না এবার।
মিনতি করে আবদার করলে, আজ যেও না
থাকোই না হয় আর কটা দিন।
বলেছিলে, ওগো! বসন্তের গান শুনে যাও
কণ্ঠে আমার, আমারই সুরে আমারি গীতবিতান
তোমার কানে বাজবে বছর ভর।

পথ আগলে হাত খানি ধরে
অনুরোধ করেছিলে, একটু দাড়াও
অনেক কথা বাকি এখনো।
কথার মায়ায় যদি আরও কিছুক্ষণ!
উত্তরের অপেক্ষায় মুখ চেয়ে ছিলে
মিষ্টভাষ কিছু শুনবে বলে।
পেরেছ আটকাতে?

না বলেই কোনো কথা
দ্রুত প্রস্থানে চোখের আড়ালে
ফিরে তাকাবে হয়ত একপলক।
তুমি চেয়েই রইলে শুধু
পথের প্রান্তে প্রান্তর ধু ধু।

মুখে হাসি

তালা বন্ধ বাইরে
ভিতরে আলো আঁধারে
রমণীয় ঘরখানি রমণী বিহীন
ইজি চেয়ারে আরামে শান্ত
বাসনারা হোঁচট খায় সাময়িক।
সাথী নেই একাকী তায় কি!

মাথা ঠোকে দরজায়
দুই পাশে দুজনায়
দায় সারে দূরে থেকে
'কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে'
এ যেন এক ঝাঁক কৌতুক বেদনায়।

বিরতি কিছুক্ষণ
পর্দা উঠে যায়
আলোটা নিবুনিবু ততক্ষণ
পুনরায় মুখোমুখি
অদ্ভুত ছলনায় অবেলায়
মুখে হাসি দুজনায়
অভিনয় মন ভরা আঙিনায়।

কলম কথা

চলেছি কলম খানি সঙ্গী করে
বহু দিন বহু পথ
পা বাড়াই নি সামনে।

কথা বলেছি- কত কথা
আড্ডায় মঞ্চে কফি শপে
মুখ খুলি নি একবারও।

শুনেছি কত মানুষের
অশ্রুসিক্ত তিক্ত বিবরণ
কানে আঙুল দিয়ে থেকেছি যন্ত্রণায়
যতক্ষণ পেরেছি।

পড়তে চেয়েছি
কষ্ট মুখের ব্যথা
চোখে ঠুলি পরেই কাটালাম জীবনটা।

মন খুলে হাসতে চেয়েছি
যখন উছল আনন্দে মন
পারি নি হাসতে
তখন অনেক চোখ জল ছল ছল।

কলমের কালিতে বারুদ কণা।
বোবা কলম খানি
লন্ডভন্ড করে দিতে পারে আমার তপস্যা
তখন সাইবেরিয়ার হাঁস পাখি
পানকৌড়ি হয়ে ডুব দেবে
মলিন মুখ গুলো আবার হাসাবে
আমাদের সকলকে।

দৃষ্টি দাও প্রাণে

শুধু জলে হাত ভিজিওনা
দৃষ্টি দাও প্রাণের প্রাণে, নির্মল কর শান্তির বাণীতে
বড্ড আকুলি ব্যাকুলি সবার মনে।
আজ মধু লোভীরা জোরে জোরে নড়বড়ে সেতুটি ঝাকাচ্ছে।

শুধু উদাস মনে পায়চারি করোনো
বাগানের ফুল গুলোও দেখ উৎকণ্ঠায়
অজানা শঙ্কায়
স্বচ্ছ কাঁচে দেখ, কালো চশমা খুলে ফেলে
নাচ গান বন্ধ করে তপস্যায় ফুলেরা।

শুধু এড়িয়ে চলো না
মাঝপথে চলে যেও না।
প্রদীপ জ্বেলে ঘরের কোনে স্মরণ সভা
বাতাসে বাতাসে কানাকানি- দেয়াল ভেঙে পড়ছে
কান পেতে শোন একটু দাড়িয়ে যাও
সব শুনতে পাবে চেষ্টা কর।

খবর দিও

সূর্য যখন
মধ্যগগন
কাঠ ফাটা এই চৈত্র দিনে
প্রখর তাপে তপ্ত বালি
পুড়ছে মাটি, সজনে গাছের কচি পাতা
পুড়ছে মন দিঘির ঘাটে।
ছেঁড়া স্যান্ডেলে - ভবঘুরে।

সব হারিয়ে
ঘুরছে একা ভবঘুরে
চৈত্র রোদে রাস্তা ফাঁকা
তেষ্টা বুকে ভালোবাসার মানুষটিরে
আপন ভোলা খুঁজে ফেরে
হারিয়ে গেছে কোন অচেনায়
লাল সিঁদুরে টিপ কপালে ঘোমটা টানা
ঘর বেধেঁছে অন্য কোথাও অন্য বুকে
—খুঁজছে তাকে।

কেউ কি জানো?
খবর পেলে খবর দিও
যদি কোথাও পাও দেখা
ভবঘুরে ওই মানুষটাকে।

ঈশ্বর

ঈশ্বর শক্তিমান
তাই তিনি বোবা অনির্বাণ।
ঈশ্বর দয়ালু
তাই চোখ তার নির্লিপ্ত
অশ্রুসিক্ত দেখিনা কখনো।

প্রেমময় তিনি
তাই তিনি নিঃসঙ্গ অনন্তকাল একা
মহান স্রষ্টা তিনি জগতের
তিনি স্থবির-স্থাণু সকল মন্দিরে।
সাধনায় ধরা দেন সহজে
ভক্তের হৃদয়ে তাই গভীর শূন্যতা
পাপীর শাস্তিতে কঠোর ঈশ্বর।

প্রবাসীর আগমনী

পরবাসে
ছুটে চলা বিরামহীন সারাদিন
ফুরসৎ নেই ফিরে চাওয়ার
কাজ শুধু কাজ অফুরান।
রাতে ফিরে সম্বল মোবাইল
কথা বলা কিছুক্ষণ আর ক্লান্ত শরীরে ঘুম।

তাই তো মাগো, তোমার আসা
সারা বছর চেয়ে থাকা
তুমি আসবে বলে
তৃষ্ণা বুকে দূর দেশেতে একা
এই সুদূরে
ক্যালেন্ডারের পাতা গোনা।

বউয়ের কাতান, মায়ের শাড়ী
ছেলের জামা, মেয়ের ফ্রক
কালী পিসীর আবদার।
পূজো দেখা- পাঁপড় ভাঁজা
মন্ডপে কোলাকুলি
ঢাকির নাচন ঢাকের তালে।
মা, তুমি আসবে বলেই
অপেক্ষাতে একটি শরৎ
মায়ের হাসি দেখব বলে।

পাপ

দীর্ঘশ্বাসে হেলান দিয়ে লেখা
আমার আদূরে কবিতাখানি।
বাসন্তী উৎসবে যখন
মেয়ে হয়ে জন্মেছিল মেয়েটি
চুড়ান্ত টগবগ কৃষ্ণচূড়ায় সেদিন।
জন্মদিনে কেঁদে কেঁদে
নাক ফুলিয়ে অভিমানী
আনন্দ- সন্ধ্যায়।

সন্দেহ মরমে মরমে
প্রতিশ্রুতি ভেঙেছে যখন মৌসুমী গান।
গুরুজীর আশীর্বাদের হাত ছিল শরীরে।
সত্যি কি হাতে ছিল লোভাতুর স্পর্শ?
সত্য মিথ্যা জানি না-
স্নায়ুতে আমারও কামনা জাগে কেন!
অশ্রদ্ধার নীল যন্ত্রণায় নন্দিনী
মাঝ রাতে ফুঁপিয়ে কাঁদে।
সবাই বলে উঠল, ভুল ভুল, পাপ হবে তোর।

বিবর্তনের ছায়াসঙ্গী

বিবর্তন একলা চলতে জানেনা
অতীতের ভরেই তার পথ চলা
তার আবৃত্তি আগামীর কবিতা
ব্যবধানের আখ্যান
হোক সে
সেকাল একালের
তবু তারা অন্তরঙ্গ একে অন্যের।

বাসনাও বিলম্ব না করে
বলতে পারে সঙ্কোচহীন-
ফুলের পরাগ রেণুর মত
যতই মুখোশে মুখ লুকাও
পরিচ্ছদের প্রচ্ছদে যতই রঙের প্রলেপ
আসতেই হবে গভীরে অন্তঃপুরে।

অসুন্দর আড়াল থেকে
বিসর্জনের আগেই
বলে যায়, আমি আছি
সুন্দরের ছায়াসঙ্গী আমি।
নিত্য আসা যাওয়ায় তাই
বিবর্তনের বাসনায় কামনাতুর
আসছে বসন্ত ভোর- অনেক ফুলে শোভিত।

মনোজ দ্বন্দ্ব

ভালবাসা জন্ম নেয় মনের গভীরে
ভালবাসি তোমার মন
শরীর সে তো থাকে মনের আবডালে
এড়িয়ে যাব শক্তি কোথায়?

-শরীর খুঁজোনা।
হারাবে ভালবাসা, পালাবে মন
অনিবার্য প্রেমের সমাধি হিমঘরে
সংযত থাক মনকে নিয়ে
তপস্যায় ধ্যানে প্রেমে।

-মনের আধার শরীর
দেওয়াল কেন মাঝখানে?
ভয় কেন অকারণ?
অবাধ্য হব শরীরের পাঁপড়িতে
অনুমতি দাও

তৃষ্ণার্ত শরীর টানে শরীরকে মনের টেলিগ্রাফে।
গোলাপের গন্ধ নেব- পাপড়ি ছোব না?

হঠাৎ বৃষ্টি

বললে, বৃষ্টি হচ্ছে এখানে।
আমি বললাম
এখানেও।
চৈত্রের গরম পালিয়েছে বৃষ্টির জলে
এর মধ্যে তোমার ফোন
তোমার ফোনে আজ কোন ঘুঙুরের শব্দ
তোমার কণ্ঠে আজ কোন বকুলের গন্ধ।

তোমায় বললাম, শুনবে একটি কবিতা?
শোনালাম পর পর
অনেকগুলো কবিতা।
তোমায় বললাম, বলো তো
কাকে নিয়ে লেখা এসব?
তুমি চুপ করে থাকলে
উত্তর দিলে না।
বলতে পারলে না
আমিও বলতে পারলাম না কোন কিছু—
ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে।

নীরব সমুদ্র

দেখেছিলাম
শান্ত সাগর নীরব নিস্তব্ধ
তলদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে চলেছে
যন্ত্রণার ঢেউ
তখন চোখ ছল ছল
তোমার আকাশে চিন্তার কালো মেঘ।

তোমার ভাঙা পায়ে তুমি বিছানায়
নিস্পল চোখে চেয়ে ছিলে
ব্যথায় কাতর
প্লাস্টারে হাত বুলিয়ে বলেছিলাম
সব ব্যথা ভুলিয়ে দেব আমি
অ্যালব্যাট্রস পাখী হয়ে।
সেরে উঠবে তুমি।

চোখের পাতা নামিয়ে বলেছিলে
—আমায় দুর্বল করে দিও না।

চৈত্রের উপেক্ষা

কত সহজে বলতে পারলে তুমি
—না।
বলতে পারলে তুমি
—না তা হয় না।
একবারও ভাবার কথাটি ভাবলে না
ঠোঁট কাঁপল না?
জিভ আড়ষ্ঠ হল না তোমার?
হৃদপিন্ডের ঝড় উপেক্ষা করে
অবলীলায় নিস্পৃহ চৈত্রের মত বলে ফেললে-
—না।

গেল ফাল্গুনের কবিতায় কেন লিখেছ তবে
স্বপ্নের সুগন্ধে বাতাসেরা আজ প্রজাপতি?
কেন ইঙ্গিত ছিল আষাঢ়ে ফসল বোনার
তবে কেন—না?

চৈত্র মাস শুধু তোমারই মত নির্লিপ্তে বলতে জানে
—না।
তোমার চোখে তৃষ্ণা দেখে
গৃহত্যাগী আশাগুলো ঘরে ফিরতে চেয়েছিল।